Written by Administrator
Sunday, 10 May 2015 11:16 -

উত্তরবঙ্গরে মানুষ হসিবে আমি ছটিমহলবাসীর দুঃখ-দুর্দশার সাথে একান্তভাবে পরচিতি ছলিাম। ওরা নজি নজি পরচিয়ে পরচিতি হবার জন্য দীর্ঘ আন্দোলন করে এসছে। অনকেে আন্দোলন করতে করতে মরইে গছে কিন্তু আত্ম পরচিয়ে পরচিতি হয়ে যতেে পারনেনি। যারা নামে পরচিয়ে ছলিনে বাংলাদশেীÑ অথচ নজি দশেইে ছলিনে পরবাসী। এরা বাস্তবে ছলিনে দশেহীন, নাগরত্বিহীন। নাগরকি অধকিার কাকে বলে- তা এক প্রকার জানতনেই না এদরে অনকেইে। এরা শুধু জানতনে য,ে তারা ছটিরে মানুষ। অবরুদ্ধ জীবন-যাপনরে যন্ত্রনা, যাতায়াত সমস্যা, শক্ষিা ও স্বাস্থ্য সবোহীন যাপতি জীবন, নরিাপত্তাহীনতা ও বচ্ছিন্নতার কষ্টÑ এসব মলিয়িে হাহাকারে ভরা ছলি তাদরে সার্বকি জীবন। সইে সুদীর্ঘ ছয় দশকরেও বশেী সময়রে দুর্বসিহ জীবনরে অবসান ঘটতে যাচ্ছে ছটিমহলরে জনগণরে। এখন তারা আত্ম পরচিয়ে পরচিতি হবেÑ তারা বাংলাদশেরে মূল-ভূখন্ডে যুক্ত হবে- তাদরে হাতে বাংলাদশেরে পতাকা উড়বে- তারা নাগরকি সুবধিা পাবে- ভোট দতিে পারবে। আমরা আমাদরে নাগরকিদরে বুকে তুলে নতিে পারবো- তাদরে সুখ-দুঃখে পাশে থাকতে পারবো। তাই এত দনিরে ছটিমহলবাসীদরে সাথে আমওি এখন আনন্দতি এবং আবগেে উদ্বলেতি। এই মধুর অনুভুতি বুকে নয়িে ভারত সরকারকে আমি অভনিন্দন জানাই। কারণ অনকে সীমাবদ্ধতা এবং অভ্যন্তরনি অনকে জটলিতা থাকা সত্ত্বওে শষে পর্যন্ত আমাদরে বন্ধুপ্রতীম ভারত ছটিমহল বনিমিয় বলি পাশ করে- আমাদরে নাগরকিদরে আবদ্ধজীবনরে অবসানরে ব্যবস্থা করে দয়িছেনে। এর জন্য হয়তো আমাদরে ৪১ বছর অপকেষা করতে হয়ছে। কিন্তু শষে পর্যন্ত আমাদরে কাঙ্খতি প্রত্যাশা যে পূরণ হয়ছে এটাই বড় কথা।

ছটিমহল বনিমিয় সংক্রান্ত বলিটি ভারতীয় রাজ্যসভায় পাশরে সময় মাননীয় সদস্যদরে আলোচনা আমাকে অভভিূত করছে। সভায় উপস্থিতি ১৮১ সদস্যরে সবাই এই বলিরে পক্ষে ভোট দয়িছেনে। সইে সর্বসম্মত ভোটরে চয়েওে বড় বষিয় ছলি আলোচকদরে অনুভূতিÑ যা আমি হৃদয় দয়িে উপলব্ধী করছে। ভারতরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সীমান্ত সমস্যা সমাধানরে জন্য ছটিমহল বনিমিয় সংক্রান্ত সংশোধনী বলি পশেকালে বলছেনে, “একাত্তররে ভারত-বাংলাদশে সম্পর্ক যে উচ্চতায় উঠছেলিÑ এই বলি পাশ হলে দু’দশেরে মধ্যে সম্পর্ক আবার সইে উচ্চতায় পৌঁছাবে। রচতি হবে সহযোগতিা ও বন্ধুত্বরে এক নতুন দগিন্ত।” এই বলিরে উপর আলোচনার সময় অনকেইে আবগেপ্রবণ হয়ে পড়ছেনে। এমনকি এক অবাঙালী নরিদলীয় সদস্য বলিটরি উপর আলোচনার সময়- পরসি্কার বাংলায়- “শোনো একটি মুজবিরে থকেে লক্ষ মুজবিরে কন্ঠস্বররে ধ্বনি.......... বাংলাদশে আমার বাংলাদশে”- গানটি গাইতে শুরু করনে এবং গাইতে গাইতে কঁদে ফলেনে। জনতা দলরে নতো শরদ যাদব বলছেনে- “বাংলাদশে ভারতরে সবচয়েে বড় বন্ধু” কংগ্রসেরে প্রবীন সদস্য করণ সংি বলছেনে- ইন্দরিা গান্ধীর মন্ত্রসিভার একমাত্র সদস্য হসিবে আমি একাত্তররে মুক্তযিুদ্ধরে স্বাক্ষী।” তনিওি বলছেনে, বাংলাদশে ভারতরে সবচয়েে বড় বন্ধু। বরিোধী নতো গোলাম নবী আজাদ এই বলিটি উত্থাপনরে জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানয়িে বলছেনে- “কুরসবিদিলরে সঙ্গে মন বদল ঘটছে বলে আমি খুশি।” বাংলাদশে এবং এদশেরে জনগণলে প্রতি ভারতরে রাজ্যসভায় মাননীয় সদস্যদরে এই অনুভুতি দখেইে আমি অভভিূত হয়ছে। এখানে সরকারি ও বরিোধী দল সবাই একমত হয়ছেনে। সর্বসম্মতভাবে বলিরে পক্ষে ভোট দয়িছেনে। তার জন্য কিন্তু ভারতরে বরিোধী দল “গৃহপালতি বরিোধী দল” হয়ে

যায়নি। আর আমরা এখানে সরকারের কোনো উন্নয়নমূলক কিংবা জনস্বার্থের পদক্ষেপের সাথে একমত পোষণ করলেই 'গৃহপালিত' আখ্যায়িত হই- এটা গণতন্ত্রের জন্য দুঃখ। এখানে বিরোধী দল মানে- বুঝে হোক আর না বুঝেই হোকÑ সরকারের যেকোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা করতেই হবেÑ সংসদে বসে- গালাগালি, মাইক ভাঙ্গা কিংবা ফাইল ছুঁড়তে হবেÑ তাহলেই প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা হয়ে যাবে।

যাই হোক এই মুহূর্তে সব কথার ঊর্দ্ধে একটি কথাই বড়োÑ আমার উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যে বি”ছিন্ন থাকা একটি অংশ আজ আমাদের জনগোষ্ঠীর সাথে এক অর্থে একান্নভুক্ত হতে পেরেছেÑ এটাই মহা আনন্দের এবং অসীম প্রাপ্তির। এই মহেন্দ্রক্ষণটি যখন আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছিলো কাকতালীয়ভাবে আমি তখন রংপুরেই অব¯'ান করছিলাম। সেখানে অব¯'ানকালে কিছু কিছু প্রিন্ট মিডিয়ায় আমার দল সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক, কিছুটা অপপ্রচারমূলক, আবার নিজ দলের মধ্য থেকে কারো কারো বালখিল্য উদ্ধৃতি প্রকাশিত হতে থাকায় মনটা সামান্য হলেও আহত অব¯'ায় ছিলো। বিশেষকরে সদ্য সমাপ্ত তিনটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আমার দলের সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে প্রত্যাশিত ভোট না আসার বিষয়টিকে দলীয় ভাবমূর্তি হিসেবে বিবেচনা করে কিছুটা বিভ্রান্তমূলক আলোচনা-সমালোচনা বা বিবৃতি-বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। তবে তার আগে ছিটমহলের জনগণের প্রসঙ্গে আরো কিছুটা অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে চাই। কারণ, এখানে রয়েছে আমার প্রাণের টান- আত্মার অনুভূতি। দীর্ঘদিন ধরে ওদের দুঃখ-কষ্টের সাথে নিজের উপলব্ধী জড়িয়ে রেখেছি। কারণ, ওরা যে আমারই মানুষ- আমারই একান্ত আপন জন। তাই যখন ভারতের রাজ্য সভায় বিলটি পাশ হয়েছেÑ তখনই ওদের একটি প্রতিনিধি দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার রংপুরের বাসভবনে ছুটে এসেছে। আমি দেখেছি ওদের চোখে-মুখে বহু প্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে আনন্দের মূর্ছনা। আমিও একাকার হয়ে গেছি ওদের সাথে। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদের আমলে রংপুরের কালেক্টরিয়েট ময়দানে ছিটমহলবাসীদের এক সমাবেশে হয়েছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমি উপ¯ি'ত ছিলাম। মনে পড়ে সেখানে বলেছিলামÑ ছিটমহলবাসীদের জীবন থেকে এই অন্ধকার একদিন কাটবেই। এখন আধার অনেক গভীর হয়ে গেছে। প্রকৃতির নিয়মেই রাত যত গভীর হয় - ভোরের আলো তত কাছে চলে আসে। সেই আলো দেখতে পাবো কিনা জানিনা- তবে আলোর হাতছানি আমি দেখতে পা”ছি। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নÑ সেই আকাঙ্খার আলো আমি দেখতে পেলাম। এটাই আমার প্রত্যাশার এক পরম পাওয়া।

আমি জানি- আমি বিশ্বাস করি এবং আমার অভিজ্ঞতা বলেÑ আমার জীবনে এবং আমার পার্টির উপর যতই আঘাত এসেছে- যতই অন্ধকার নেমেছে- তা আবার দূরিভূত হয়ে গেছে। এখনো যদি বিরূপ পরিবেশ পরি¯ি'তি থাকে তো তা আবার কেটে যাবে, এটা আমার একান্ত বিশ্বাস। তাই আমি এতটুকু হতাশ নই। বাস্তবতা বলেÑ আমার বা আমার দলের কট্টর সমালোচকদের মুখে ছাই পড়েছে। এখন তাদের সবাইকেই শুনতে হ”েছÑ "এর চাইতে এরশাদের আমল ঢের বেশী ভালো ছিল।" আমিও জনারণ্যে ঢেউ-এর শব্দে শুনতে পাই- " আপনি আবার ফিরে আসুন।" এর চাইতে বড় পাওয়া আমার কিংবা আমার পার্টির নেতাকর্মীদের কাছে আর কি থাকতে পারে। তাই "আবার ফিরে আসুন" এই আহ্বানকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে আমরা যদি আরো সুসংগঠিত হতে পারি- তাহলে কাঙ্খিত ফল আমাদের তলানীতে যাবেনাÑ বরং উপ্চে পড়বে। আর সেই অনাগত ফল আমাদের পূর্ব দিগন্তে হাতছানি দি”েছ- এটা আমার অন্তরের কথা এবং অভিজ্ঞতার যোগফল।

তিন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের কথায় ফিরে আসি। এই নির্বাচন কেমন হয়েছে সে আলোচনায় যেতে চাইনা। এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক খবর প্রকাশিত হয়েছেÑ জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। সুতরাং এখানে আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের জন্য লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সমর্থিত প্রার্থীরা কেমন ফল করেছেÑ তা নিয়ে আমাদের কট্টর সমালোচকরাও কোনো মন্তব্য করেননিÑ কারণ তারা জানেন যে, নির্বাচনটা কেমন হয়েছে। আমরা কোনো নির্বাচন বিমুখ দল নই বিধায় সিটি নির্বাচনে ক্ষেত্রেও আমাদের ইতিবাচক মনোভাব ছিলো। তাই আমরাও সমর্থন দিয়েছি। এই নির্বাচনের ফল সম্পর্কে যে সমালোচনা হয়েছেÑ তা বাইরে থেকে হয়নিÑ যা হয়েছে তা অন্তর্ঘাতমূলক।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে- সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন কিন্তু ¯'ানীয় সরকারের নির্বাচন। এটা দলীয় কোনো নির্বাচন নয়। তবে দলীয় প্রভাব যে থাকে তা অনস্বীকার্য। এটা ইউপি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঘটে। সাধারণত দেখা যায়- ¯'ানীয় সরকার ব্যব¯'ার নির্বাচনের ফল সরকার সমর্থকদের অনুকূলে থাকে। কারণ একটা ধারণা থাকে যে, সরকারের সাহায্য সহযোগিতা পেতে সরকারি দলের প্রতিনিধিদের বেশি সুবিধা হয়। যা বিরোধী পক্ষের হলে- প্রতিকূল পরি¯ি'তি হতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি এ সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করবে। তাই ¯'ানীয় সরকার পরিষদকে আরো অন্ততঃ চার বছর এই সরকারের সাথে কাজ করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারেÑ বিগত আমলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি সিটি কর্পোরেশনে বিরোধীদলের প্রার্থীরা বিজয়ী হলেন কীভাবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, তখন সরকারের সামনে ছিলো আর মাত্র এক বছর সময়। আমাদের দেশের ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাস হ”েছÑ এক আমলের সরকারি দলকে পরের আমলে বিরোধী আসনে বসতে হয়। সেই বিবেচনাতে বিগত আমলের ৫ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফল বিরোধী পক্ষে গেছে। আর তখনকার সরকারেরও

প্রয়োজন ছিল এটা বুঝানোর যে, তাদের শাসনাধীনে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পূর্বেকার নির্বাচনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। সেই অবিভক্ত ঢাকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট বর্জন করেছিলো। তখন সরকারি দল বিএনপি-জামায়াত সরকারের প্রার্থী এক প্রকার ওয়াকওভার পাওয়ার মতো নির্বাচনে একচেটিয়া ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তখন আওয়ামী লীগের তো কোনো ভোটই ছিলনা। তাতে কি আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এলাকাসহ গোটা ঢাকা বিভাগে বিএনপি-জামায়াত জোট "হোয়াইট ওয়াশ" হয়েছে। যে ঢাকা একদা আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল- সেই ঢাকার আসনে আমি সর্বাধিক ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছি। পরিবেশ পরিস্থিতি এভাবেই প্রবাহিত হয়। এটাই আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা। তাই সিটি নির্বাচনের ফল যেভাবেই বা যা-ই হোক না কেনো- দলীয় নির্বাচনে তার কোনো প্রভাব থাকেনা। সুতরাং এ নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত বা হতাশ হবার কোনো অবকাশ নেই। তারপরও কথা থাকে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই অংশে আমাদের সমর্থিত ৬০ জনের মতো কাউন্সিলর প্রার্থী ছিলেন। ফল যেভাবে যা-ই আসুক না কেনো— তাদের ভোট যোগ করলেও প্রায় লাখের মতো ভোট আমাদের সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে এসেছে। গড়ে যেখানে মাত্র ৪০ ভাগ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে ঘোষণা এসেছে- তার মধ্যে এই ভোটইবা কম কীসে!

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে কিংবা পরিচ্ছিন্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তন আনতেই হবে। সেটা একমাত্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমেই সম্ভব। এটা অনস্বীকার্য যে, বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। অবক্ষয় শুধু রাজনীতিতেই নয়- অবক্ষয় সর্বত্রই। দুইটি ধারা এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে- যার বিপরীতে বিকল্প শক্তির উত্থান এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই বিকল্পের উত্থান কোনো দলের ভগ্নাংশের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সেটা হতে পারে একটি একক শক্তির নেতৃত্বে প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যের মাধ্যমে। আজ অনেকের কাছে এটা আমার কল্পনাবিলাস মনে হলেও হতে পারে- কিন্তু আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলে দিতে পারি- বিরাজমান দুইটি ধারার অপরাজনীতির বিপরীতে তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটতেই হবে- যার নেতৃত্বে থাকবে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শক্তি- জাতীয় পার্টি। একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে- জাতীয়তাবাদী শক্তির একটি বিভ্রান্ত অংশ বিরাজমান ২টি রাজনৈতিক ধারার একটির নেতৃত্বে রয়েছে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ বলতে তাদেরই বুঝাবে- যারা যার যার ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী এবং জাতি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি যাদের সহায়, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শক্তি প্রদর্শনের নীতি যাদের রাজনীতির ধারা- তারা আর যে আদর্শেরই বিশ্বাসী হোক না কেনো- জাতীয়তাবাদী শক্তি হতে পারেনা। তাই এখন দেশ, জাতি, গণতন্ত্র ও সুস্থ রাজনীতির স্বার্থে প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই। আমার বিশ্বাস- সময়ের দাবীতে এই ঐক্য গড়ে উঠবেই। আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের মিল হবেনা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি দলের সাথে আর একটি দলের নীতি-আদর্শের মৌলিক পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে চুম্বকের ধর্মের মতো বিপরীত মেরুকে কাছাকাছি আসতেই হবে। তবে সেটা সংঘাতের জন্য নয়। এই যেমন- ছিটমহল বিনিময় বিল পাশের প্রসঙ্গে- ভারতের বিভিন্ন মতের সকল দল একমত হয়ে সংশোধনী বিল সর্বসম্মতভাবে পাশ করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি হচ্ছে— একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আমার এখনকার চিন্তা কিন্তু আজকের জন্য নয়— আমি অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কথা বলি। আমরা ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর শত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রায় ২৫ বছর টিকে আছি। আর বিএনপি ক্ষমতা হারিয়ে ৬/৭ বছরের মধ্যেই এখন অস্তিত্ব নিয়ে হুমকীর মুখে। যে গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে, সে গাছ সামান্য ঝড়েই ভেঙে পড়ে। বিএনপি'র ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। ইতিহাস বলে, আদর্শহীন রাজনীতি টিকতে পারেনা। অন্য দলের নীতি-আদর্শ ও চেতনা বিএনপি'র মধ্যে ইনজেক্ট হয়েছে। তাদের কথিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে ভাইরাস ঢুকেছে- এখান থেকে মুক্তির পথ নাই। আবার এই ভাইরাস আক্রান্ত শক্তি যদি দেশের ক্ষমতায় আসে তাহলে- দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে। তবে সেই আশংকায় ভীত হবার কোনো কারণ নেই। তার কারণ এই শক্তি এখন ক্ষয়িষ্ণু।

আমি হয়তো আরো ঝড়ের মুখে পড়তে পারি। কিন্তু জানি- তাও আমরা ওভারকাম করতে পারবো। আমার ভাবনাগুলো সব সময় সমালোচনার মুখে পড়েছে। কিন্তু সময় বলে দিয়েছে, আমিই সঠিক। যখন উপজেলা প্রবর্তন করেছিলাম— তখন প্রতিপক্ষ সকল রাজনৈতিক দলের কাছে সেটা ছিল 'উপজ্বালা'। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- সেই উপজ্বালা আজ উন্নয়নের আশার আলো। যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিলো "দেবদূতের সরকার"- তখন আমি বলেছিলাম- এটা রাজনীতিবীদদের জন্য কলঙ্কতিলক। এই তিলক একদিন মুছে যাবেই। সেটা মুছে গেছে। আমি বলেছি- নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। এদেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারও একদিন করতে হবে এবং সেটাও হতে হবে আমার ফর্মূলা অনুসারে। আমি বলেছি- এত জনঘনবসতিপূর্ন দেশে এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই প্রাদেশিক ব্যবস্থা

Written by Administrator
Sunday, 10 May 2015 11:16 -

প্রবর্তন করতে হবে। এই প্রস্তাবের তেমন কোনো বিরোধীতা নেইÑ তবে বাস্তবায়নও করা হ”ছেনা। দেশ যখন স্বাধীন হয়Ñ তখন জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। স্বাধীনতার পর ৪২ বছরের মধ্যে সেই জনসংখ্যা হয়েছে ১৬ কোটি। অর্থাৎ দ্বিগুনেরও বেশী। আগামী ৪২ বছরে বর্তমান জনসংখ্যা যখন দ্বিগুন হয়ে যাবে তখন দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে। সেই বিবেচনাতেই পরিবর্তন আসতে হবেÑ পরিবর্তন আনতে হবে। আমি নতুন প্রজন্মকে ঘুম জাগানিয়া গান শোনাতে বেশি ভালবাসী নাইÑ তাদের জন্য আশা জাগানিয়া পথ দেখোতে চাইÑ সেটাই আমার রাজনীতির পথ ও পাথেয়।